

প্রথম প্রকাশ
পৌষ ১৩৬৭

প্রকাশক
অরুণা বাগচী
অরুণা প্রকাশনী
৭ যুগলকিশোর দাস লেন
কলকাতা ৬
প্রচ্ছদপট
পূর্ণেন্দু পত্রী
মুদ্রাকর
দুর্গাপদ ঘোষ
শ্রীঅরবিন্দ প্রেস
১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা ৬

সূচীপত্র

ঢাকা যখন শত্রুপুরী ছিল, তখন একদিন দুই মুক্তিযোদ্ধার হাতে এসে পৌঁছল গোপন কিছু পাণ্ডুলিপি। সেই হলো শামসুর রাহমানের নতুন কবিতা : সৈন্যশাসিত বাংলাদেশের ভিতর থেকে পাঠিয়ে দেওয়া স্বর।

এই ন'মাস আমরা প্রতিমুহূর্তের উৎকণ্ঠায় ছিলুম সীমান্তপারের মানুষদের জন্য। পৈশাচিক পীড়নের খবর এসে পৌঁছয় আর আমরা ভাবি, কে কেমন আছেন। বেঁচে আছেন কি আমাদের পরিচিত অপরিচিত সবাই? বেঁচে আছেন কি লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবীর দল? অনেকে চ'লে এসেছেন এপারে। যাঁরা আসতে পারেন নি, কেমন আছেন তাঁরা? কী ভাবছেন তাঁরা? কেমন আছেন শামসুর রাহমান?

এই পাণ্ডুলিপি এসে আরেকবার আমাদের জানিয়ে দিল, কেমন ছিলেন তাঁরা। অল্প কদিন আগে পর্যন্ত সমস্ত বাংলাদেশ ছিল বিশাল এক বন্দীশালা। আর, এই কবিতাগুলি যেন সেই বন্দীশালা থেকে তুলে ধরা স্বাধীনতার নিশান।

বন্দী-শিবির থেকে

ঈর্ষাতুর নই, তবু আমি
তোমাদের আজ বড়ো ঈর্ষা করি। তোমরা সুন্দর
জামা পরো, পার্কের বেঞ্চিতে ব'সে আলাপ জমাও,
কখনো সেজন্যে নয়। ভালো খাওদাও
ফূর্তি করো সবান্ধব, সেজন্যেও নয়।

বন্ধুরা তোমরা যারা কবি,
স্বাধীন দেশের কবি, তাদের সৌভাগ্যে
আমি বড়ো ঈর্যান্বিত আজ।
যখন যা খুশি
মনের মতন শব্দ কী সহজে করো ব্যবহার
তোমরা সবাই।
যখন যে-শব্দ চাও, এসে গেলে সাজাও পয়ারে,
কখনো অমিত্রাক্ষরে, ক্ষিপ্র মাত্রাবৃত্তে কখনো-বা।
সেসব কবিতাবলী, যেন রাজহাঁস,
দৃপ্ত ভঙ্গিমায় মানুষের
অত্যন্ত নিকটে যায়, কুড়ায় আদর

অথচ এ দেশে আমি আজ দমবন্ধ
এ বন্দী-শিবিরে
মাথা খুঁড়ে মরলেও পারি না করতে উচ্চারণ
মনের মতন শব্দ কোনো।
মনের মতন সব কবিতা লেখার
অধিকার ওরা
করেছে হরণ।
প্রকাশ্য রাস্তায় যদি তারস্বরে চাঁদ ফুল পাখি
এমন কি 'নারী' ইত্যাকার শব্দাবলী

কবি উচ্চারণ, কেউ করবে না বারণ কখনো।
কিন্তু কিছু শব্দকে করেছে
বেআইনী ওরা
ভয়ানক বিস্ফোরক ভেবে।

স্বাধীনতা নামক শব্দটি
ভরাট গলায় দীপ্ত উচ্চারণ ক'রে বারবার
তৃপ্তি পেতে চাই। শহরের আনাচে কানাচে
প্রতিটি রাস্তায়
অলিতে গলিতে
রঙিন সাইনবোর্ডে, প্রত্যেক বাড়িতে
স্বাধীনতা নামক শব্দটি
লিখে দিতে চাই
বিশাল অক্ষরে
স্বাধীনতা শব্দ এতো প্রিয় যে আমার
কখনো জানি নি আগে। উঁচিয়ে বন্দুক
স্বাধীনতা, বাংলা দেশ—এই মতো শব্দ থেকে ওরা
আমাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখছে সর্বদা।

অথচ জানে না ওরা কেউ
গাছের পাতায়, ফুটপাতে
পাখির পালকে কিংবা নারীর দু'চোখে
পথের ধুলায়.
বস্তির দুরন্ত ছেলেটার
হাতের মুঠোয়
সর্বদাই দেখি জ্বলে স্বাধীনতা নামক শব্দটি।

কিছুই নেই

কী আছে আমার আজ ? এমন কিছুই নেই যার
হিরণ্ময়তায় দেবতার
দ্যুতি হবে ম্লান আর বিত্তবানগণ
হবেন আমাব প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ।

বান্ধববর্জিত আমি, গুণীরা করেন অবহেলা
সর্বক্ষণ, ইতর সংসর্গে কাটে বেলা
এখন আমার। কেউ ডুগডুগি বাজায়,
করতালি দেয় কেউ আমার চাদ্দিকে, কেউ যায়
চ'লে বাঁকা দৃষ্টি ছুঁড়ে, কেউ দেয় শিস
যেন যাদুকরের বানর আমি, আছি অহর্নিশ
খেলার দাঁড়েতে বাঁধা। ভুল
খেলা দেখানোর ফলে সারাক্ষণ দিচ্ছি মাশুল।

কী আছে আমার আজ ? কিছু নেই, শুধু
বিভারিক্ত ধূ-ধূ
পথপ্রান্তে আছি প'ড়ে, পরিত্যক্ত একা।
প্রার্থিত জনের দেখা
মেলে না কখনো। এমন কি কবিতাও
নিয়েছে ফিরিয়ে দৃষ্টি। নেই যে কোথাও
সান্ত্বনার অমল উদ্যান। আমি আজ
আবহকুক্কুট প্রায়, কম্পমান, বাতাস বড়োই জাঁহাবাজ।

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা,
তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায় ?
আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন ?

তুমি আসবে ব'লে, হে স্বাধীনতা,
সাকিনা বিবির কপাল ভাঙলো,
সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল হরিদাসীর।
তুমি আসবে ব'লে, হে স্বাধীনতা,
শহরের বুকে জলপাইয়ের রঙের ট্যাঙ্ক এলো
দানবের মতো চিৎকার করতে করতে
তুমি আসবে ব'লে, হে স্বাধীনতা,
ছাত্রাবাস, বস্তি উজাড় হলো। রিকয়েললেস রাইফেল
আর মেশিনগান খই ফোটালো যত্রতত্র।
তুমি আসবে ব'লে ছাই হলো গ্রামের পর গ্রাম।
তুমি আসবে ব'লে বিধ্বস্ত পাড়ায় প্রভুর বাস্তুভিটার
ভগ্নস্তূপে দাঁড়িয়ে একটানা আর্তনাদ করলো একটা কুকুর।
তুমি আসবে ব'লে হে স্বাধীনতা
অবুঝ শিশু হামাগুড়ি দিলো পিতামাতার লাশের ওপর।

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা, তোমাকে পাওয়ার জন্যে
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায় ?
আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন ?

স্বাধীনতা, তোমার জন্যে থুথুরে এক বুড়ো
উদাস দাওয়ায় ব'সে আছেন—তাঁর চোখের নীচে অপরাহ্ণের
দুর্বল আলোর ঝিলিক, বাতাসে নড়ছে চুল।

স্বাধীনতা, তোমার জন্যে
মোল্লাবাড়ির এক বিধবা দাঁড়িয়ে আছে
নড়বড়ে খুঁটি ধ'রে দগ্ধ ঘরের।

স্বাধীনতা, তোমার জন্যে
হাড্ডিসার এক অনাথ কিশোরী শূন্য থালা হাতে
ব'সে আছে পথের ধারে।
তোমার জন্যে,
সগীর আলী, শাহবাজপুরের সেই জোয়ান কৃষক,
কেষ্ট দাস, জেলেপাড়ার সবচেয়ে সাহসী লোকটা,
মতলব মিয়া, মেঘনা নদীর দক্ষ মাঝি,
গাজী গাজী ব'লে যে নৌকো চালায় উদ্দাম ঝড়ে
রুস্তম শেখ, ঢাকার রিক্‌শাওয়ালা, যার ফুসফুস
এখন পোকার দখলে
আর রাইফেল কাঁধে বনে জঙ্গলে ঘুরে-বেড়ানো
সেই তেজী তরুণ, যার পদভারে
একটি নতুন পৃথিবীর জন্ম হ'তে চলেছে—
সবাই অধীর প্রতীক্ষা করছে তোমার জন্যে, হে স্বাধীনতা।

পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে জ্বলন্ত
ঘোষণার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে,
নূতন নিশান উড়িয়ে, দামামা বাজিয়ে দিগ্বিদিক
এই বাঙলায়
তোমাকে আসতেই হবে, হে স্বাধীনতা।

স্বাধীনতা তুমি

স্বাধীনতা তুমি
রবিঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান।
স্বাধীনতা তুমি
কাজী নজরুল, ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ, সৃষ্টিসুখের উল্লাসে কাঁপা—
স্বাধীনতা তুমি
শহীদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারীর উজ্জ্বল সভা
স্বাধীনতা তুমি
পতাকা-শোভিত স্লোগান-মুখর ঝাঁঝালো মিছিল
স্বাধীনতা তুমি
ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি।
স্বাধীনতা তুমি
রোদেলা দুপুরে মধ্যপুকুরে গ্রাম্য মেয়ের অবাধ সাঁতার।
স্বাধীনতা তুমি
মজুর যুবার রোদে ঝলসিত দক্ষ বাহুর গ্রন্থিল পেশী।
স্বাধীনতা তুমি
অন্ধকারের খাঁ খাঁ সীমান্তে মুক্তিসেনার চোখের ঝিলিক
স্বাধীনতা তুমি
বটের ছায়ায় তরুণ মেধাবী শিক্ষার্থীর
শাণিত কথার ঝলসানি-লাগা সতেজ ভাষণ।
স্বাধীনতা তুমি
চা-খানায় আর মাঠে ময়দানে ঝোড়ো সংলাপ।
স্বাধীনতা তুমি
কালবোশেখীর দিগন্তজোড়া মত্ত ঝাপটা।
স্বাধীনতা তুমি
শ্রাবণে অকূল মেঘনার বুক
স্বাধীনতা তুমি পিতার কোমল জায়নামাজের উদার জমিন।

স্বাধীনতা তুমি
উঠানে ছড়ানো মায়ের শুভ্র শাড়ির কাঁপন।
স্বাধীনতা তুমি
বোনের হাতের নম্র পাতায় মেহেদীর রঙ।
স্বাধীনতা তুমি
বন্ধুর হাতে তারার মতন জ্বলজ্বলে এক রাঙা পোস্টার।
স্বাধীনতা তুমি
গৃহিণীর ঘন খোলা কালো চুল.
হাওয়ায় হাওয়ায় বুনো উদ্দাম।
স্বাধীনতা তুমি
খোকার গায়ের রঙীন কোর্তা
খুকীর অমন তুলতুলে গালে
রৌদ্রের খেলা।
স্বাধীনতা তুমি
বাগানের ঘর, কোকিলের গান
বয়েসী বটের ঝিলিমিলি পাতা,
যেমন ইচ্ছে লেখার আমার কবিতার খাতা।

প্রবেশাধিকার নেই

প্রবেশাধিকার নেই। এখন আমার আনন্দের
দুঃখের ক্রোধের
ক্ষোভের প্রেমের
প্রবেশাধিকার নেই মনুষ্যসমাজে।
আগে আমি আনন্দিত হ'লে
একটি কবিতা লিখে খাতার পাতায়
সেই আনন্দের ছায়াটিকে রাখতুম ধ'রে।
আমার শয্যার পাশে দুঃখ কোনোদিন
হাঁটু মুড়ে বসলে নিঃশব্দে
আমি তার ছবি শব্দে ছন্দে আঁকতুম খুব
বিষাদে আচ্ছন্ন হ'য়ে। ক্রোধান্বিত হ'লে,
ক্রোধের গরগরে চিহ্নগুলি থাকতো ছড়িয়ে
দুর্বাসার মতো জেদী পয়ারের প্রতিটি সারিতে।
ভালোবাসা পল্লবিত বৃক্ষের মতন
কেমন দাঁড়াতো ঋজু শব্দের অরণ্যে।

আমার আনন্দ, দুঃখ, ক্রোধ, ক্ষোভ, ভালোবাসা
নানান কবিতা হ'য়ে মানুষের কাছে
পৌঁছে যেতো যথারীতি। এখন আমার আনন্দের
দুঃখের ক্রোধের
ক্ষোভের প্রেমের
প্রবেশাধিকার নেই মনুষ্যসমাজে।

এখন আমার ক্রোধ দুঃখ
আনন্দ অথবা ভালোবাসা কবিতার ছদ্মবেশে
কেবলি লুকায়
দেরাজের একান্ত কোটরে

নিভৃত আলমারি কিংবা সুটকেসে।   যেন
ওরা পার্টিকর্মী,
গোয়েন্দা এবং পুলিসের
চোখে ধুলো দিয়ে
আড়ালে থাকতে চায় ধরপাকড়ের মরশুমে।

পথের কুকুর

অবশ্য সে পথের কুকুর। সারাদিন
এদিক ওদিক ছোটে, কখনো-বা ডাস্টবিন খুঁটে
জুড়ায় জঠরজ্বালা, কখনো আবার প্রেমিকার
মনোরঞ্জনের জন্য দেয় লাফ হরেক রকম।
হাড় নিয়ে মুখে বসে গাছের ছায়ায়,
লেজ নাড়ে মাঝে-মধ্যে ফূর্তিবাজ প্রহরে কখনো
ধূলায় গড়ায়। কখনো সে
শূন্যতাকে সাজায় চিৎকারে।

আমি বন্দী নিজ ঘরে। শুধু
নিজের নিঃশ্বাস শুনি, এত স্তব্ধ ঘর।
আমরা ক'জন শ্বাসজীবী
ঠায় ব'সে আছি
সেই কবে থেকে। আমি, মানে
একজন ভয়ার্ত পুরুষ,
সে, অর্থাৎ সন্ত্রস্ত মহিলা
ওরা, মানে কয়েকটি অতি মৌন বালক-বালিকা—
আমরা ক'জন
কবুরে স্তব্ধতা নিয়ে ব'সে আছি। নড়ি না চড়ি না
একটুকু, এমন কি দেয়ালবিহারী টিকটিকি
চকিতে উঠলে ডেকে, তাকেও থামিয়ে দিতে চাই,
পাছে কেউ শব্দ শুনে ঢুকে পড়ে ফালি ফালি চিরে মধ্যবিত্ত
নিরাপত্তা আমাদের! সমস্ত শহরে
সৈন্যরা টহল দিচ্ছে, যথেচ্ছ করছে গুলি, দাগছে কামান
এবং চালাচ্ছে ট্যাঙ্ক যত্রতত্র। মরছে মানুষ
পথে ঘাটে ঘরে, যেন প্লেগবিদ্ধ রক্তাক্ত ইঁদুর।
আমরা ক'জন শ্বাসজীবী

ঠায় ব'সে আছি
সেই কবে থেকে। অকস্মাৎ কুকুরের
শাণিত চিৎকার
কানে আসে, যাই জানলার কাছে, ছায়াপ্রায়। সেই
পথের কুকুর দেখি বরাংবার তেড়ে যাচ্ছে জলপাইরঙ
একটি জীপের দিকে, জীপে
সশস্ত্র সৈনিক কতিপয়। ভাবি, যদি
অন্তত হতাম আমি পথের কুকুর।

প্রতিশ্রুতি

কথা দিচ্ছি, তোমার কাছেই যাবো, গেলে
তুমি খুশি হবে খুব, মেলে
দেবে ধীরে অনাবিল আপন গহন সত্তা। আজ
আমাকে ডেকো না বৃথা। তোমার সলাজ
সান্নিধ্যে যাওয়ার মতো মন নেই। শহুরে বাগান
রাখুক দরজা খুলে, তোমার ত্বকের মৃদু ঘ্রাণ
পারবো না নিতে। যখন সময় হবে, দিচ্ছি কথা,
অঞ্জলিতে নেবো তুলে মুখ হে রঙিন কোমলতা।

আমাদের বুকে জ্বলে টকটকে ক্ষত,
অনেকে নিহত আর বিষম আহত
অনেকেই। প্রেমালাপ সাজে না বাগানে
বর্তমানে আমাদের। ভ্রমরের গানে
কান পেতে থাকাও ভীষণ বেমানান
আজকাল। সৈন্যদল অদূরেই দাগছে কামান।

আমাদের ক্ষত সেরে গেলে
কোনো এক বিনম্র বিকেলে
তোমার কাছেই যাবো হে আমার সবচেয়ে আপন গোলাপ,
করবো না কথার খেলাপ।

কাক

গ্রাম্যপথে পদচিহ্ন নেই। গোঠে গরু
নেই কোনো, রাখাল উধাও, রুক্ষ সরু
আল খাঁ খাঁ, পথপার্শ্বে বৃক্ষেরা নির্বাক
নগ্ন রৌদ্র চতুর্দিকে, স্পন্দমান কাক, শুধু কাক।

প্রাত্যহিক

যথারীতি বিষম নিয়মপরায়ণ
কাক চেরে ঘুম ভোরে। শয্যাত্যাগী আমি
দাঁত মাজি, করি পায়চারি, মাঝে-মধ্যে
আওড়াই তর্জমায় এলিয়টী পংক্তি—
এপ্রিল নিষ্ঠুরতম মাস। প্রাতরাশ
যৎসামান্য, চা আর বাকরখানির গন্ধে
অভ্যস্ত গার্হস্থ্য দিন। সংবাদপত্রের মিথ্যা গেলি
একরাশ, তাকাই কখনো
আকাশের দিকে। অকস্মাৎ জঙ্গী জেট
ছিঁড়ে খুঁড়ে যায় নীলিমাকে।

নিরানন্দ ডালভাত না:কে মুখে গুঁজে
মন দিই আপিস যাত্রায়
বেলা দশটায়।
মুখের প্রতিটি খাঁজে সন্ত্রাস কাঁকড়া হ'য়ে আছে
পথে দেখি,
ধাঁ ক'রে একটি ট্রাক যাচ্ছে ছুটে আরোহী ক'জন
চোখ-বাঁধা, হাত-বাঁধা আবছা মানুষ,
পাশে রাইফেলধারী পাঞ্জাবী সৈনিক।

ছাত্র নই, মুক্তিসেনা নই কোনো, তবু
হঠাৎ হ্যাণ্ডস্ আপ ব'লে
পশ্চিমা জওয়ান আসে তেড়ে
স্টেনগান হাতে আর প্রশ্ন দেয় ছুঁড়ে ঘাড় ধ'রে—
'বাঙালী হো তুম ?' আমি রুদ্ধবাক, কী দেব জবাব ?
জ্যোতির্ময় রৌদ্রলোকে বীরদর্পী সেনা
নিমেষেই হ'য়ে যায় লুটেরা, তস্কর।

খুইয়ে সামান্য টাকাকড়ি,
শ্বশুরপ্রদত্ত হাতঘড়ি কোনোমতে
প্রাণপক্ষী নিয়ে ফিরি আপিস-কন্দরে।

এদিকে বিষম
পানাসক্ত প্রেসিডেণ্ট —ইনিও সৈনিক —
দিচ্ছেন ভাষণ
বেতারে টেলিভিশনে, ঢুলু ঢুলু গলায় কেমন
গাইছেন গণ-
হত্যার সাফাই।
বিদেশী সংবাদদাতাগণ মিছেমিছি করছেন বাড়াবাড়ি
অর্থাৎ তিলকে তাল। লক্ষ লক্ষ নিরস্ত্র লোককে
নাকি তাঁর বীর সৈনিকেরা
কখনো করেনি হত্যা, পোড়ায়নি শহর ও গ্রাম।
সব ঝুট হ্যায়, সব ফালতু গুজব।
সত্যের মৌরসীপাট্টা একা তাঁরই। একেই তো বলে
কসাইখানার হেকমত। মাইরি হুজুর বটে
ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির।

দুনিয়ার সব শৃংখলিত কৃষক মজুর শোনো,
সর্বহারা নিধনের জন্যে অবিরাম
আসছে বারুদ বোমা স্বৈরাচারী শাসকের হাতে,
কখনো-বা, বলিহারি যাই, গুঁড়ো দুধ।
খাসা কূটনীতি,
চীনা ও মার্কিন কালোয়াতি।

বড়ো আটপৌরে এ জীবন,
প্রশংসা অথবা নিন্দা কিছুই জোটে না
এ পোড়া কপালে।

সত্যের বলাৎকার দেখে, নিরপরাধের হত্যা
দেখেও কিছুতে মুখ পারি না খুলতে।
বুটের তলায় পিষ্ট সারা দেশ, বেয়নেটবিদ্ধ,
যাচ্ছে ব'য়ে রক্তস্রোত, কত যে মায়ের অশ্রুধারা।

পাড়ায় পাড়ায় খাল কেটে
কুমীর আনছে কেউ কেউ। রাত হ'লে,
এমন কি দিনদুপুরেই
কেবলি দৌরাত্ম্য বাড়ে রাজাকার, পুলিস এবং
সৈনিকের। ধড়পাকড়ের নেই শেষ। মাঝে-মাঝে
মধ্যরাতে নারীর চিৎকারে ভাঙে ঘুম,
তাকাই বিহ্বলা গৃহিণীর দিকে। ভাবি,
জান দিয়ে মান রাখা যাবে তো আখেরে?

তুমুল গাইছে গুণ কেউ কেউ কুণ্ঠাহীন খুনী
সরকারের, কেউ কেউ ইসলামী বুলি ঝেড়ে তোফা
বুলবুল হতে চায় মৃতের বাগানে।
কেউ বা জমায় দোস্তি নিবিড় মস্তিতে
ভ্রাতৃঘাতকের সাথে। গদগদে দালাল,
বখাটে যুবক আর ভাড়াটে গুণ্ডারা
রটাচ্ছে শান্তির বাণী লাঠিসোটা নিয়ে।
অলিতে গলিতে দলে দলে
মোহাম্মদী বেগ ঘোরে, ঝলসিত নাঙা তলোয়ার।

নেপথ্যে মীরজাফর বঙ্কিম গোঁফের নিচে মুচকি হাসেন।

উদ্ধার

কখনো বারান্দা থেকে চমৎকার ডাগর গোলাপ
দেখে, কখনো-বা
ছায়ার প্রলেপ দেখে চৈত্রের দুপুরে
কিংবা দারুমূর্তি দেখে সিদ্ধার্থের শেলফ-এর ওপর
মনে করতুম,
যুদ্ধের বিপক্ষে আমি, আজীবন বড়ো শান্তিপ্রিয়।

যখন আমার ছোট্ট মেয়ে
এক কোণে ব'সে
পুতুলকে সাজায় যতনে, হেসে ওঠে
ভালুকের নাচ দেখে, চালায় মোটর, রেলগাড়ি
ঘরময়, ভাবি,
যুদ্ধের বিপক্ষে আমি, আজীবন বড়ো শান্তিপ্রিয়।

যখন গৃহিণী সংসারের কাজ সেরে
অন্য সাজে রাত্রিবেলা পাশে এসে এলিয়ে পড়েন,
অতীতকে উসকে দেন কেমন মাধুর্যে
অবর বচনাতীত, ভাবি—
যুদ্ধের বিপক্ষে আমি, আজীবন বড়ো শান্তিপ্রিয়।

আজন্ম যুদ্ধকে করি ঘৃণা।
অস্ত্রের ঝনঝনা
ধমনীর রক্তের ধারায়
ধরায় নি নেশা কোনোদিন।
যদিও ছিলেন পিতা সুদক্ষ শিকারী
নদীর কিনারে আর হাঁসময় বিলে,
মারি নি কখনো পাখি একটিও বাগিয়ে বন্দুক

নৌকোর গলুই থেকে অথবা দাঁড়িয়ে
একগলা জলে। বাস্তবিক
কস্মিনকালেও আমি ছুঁই নি কার্তুজ।

গান্ধিবাদী নই, তবু হিংসাকে ডরাই
চিরদিন; বাধলে লড়াই কোনোখানে
বিষাদে নিমগ্ন হই। আজন্ম যুদ্ধকে করি ঘৃণা।
মারী আর মন্বন্তর লোকশ্রুত ঘোড়সওয়ারের
মতোই যুদ্ধের অনুগামী। আবালবৃদ্ধবনিতা
মৃত্যুর কন্দরে পড়ে গড়িয়ে গড়িয়ে
অবিরাম। মূল্যবোধ নামক বৃক্ষের
প্রাচীন শিকড় যায় ছিঁড়ে, ধ্বংস
চতুর্দিকে বাজায় দুন্দুভি।
আজন্ম যুদ্ধকে করি ঘৃণা।

বিষম দখলীকৃত এ ছিন্ন শহরে
পুত্রহীন বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে জিগ্যেস করুন,
সৈনিক ধর্ষিতা তরুণীকে
জিগ্যেস করুন,
কান্নাক্রান্ত সদ্য-
বিধবাকে জিগ্যেস করুন,
যন্ত্রণাজর্জর ঐ বাণীহীন বিমর্ষ কবিকে
জিগ্যেস করুন,
বাঙালী শবের স্তূপ দেখে দেখে যিনি
বিড়বিড় করছেন সারাক্ষণ, কখনো হাসিতে
কখনো কান্নায় পড়ছেন ভেঙে—তাকে
জিগ্যেস করুন,
দগ্ধ, স্তব্ধ পাড়ার নিঃসঙ্গ যে-ছেলেটা
বুলেটের ঝড়ে

জননীকে হারিয়ে সম্প্রতি খাপছাড়া
ঘোরে ইতস্তত, তাকে জিগ্যেস করুন,
হায়, শান্তিপ্রিয় ভদ্রজন,
এখন বলবে তারা সমস্বরে, যুদ্ধই উদ্ধাব

দখলীস্বত্ব

টিলার ওপর নয়, নদীতীরে নয়, এমন কি
পুকুরপাড়েও নয়, গলিতেই দাঁড়ানো আমার
একতলা বাড়ি।
হরিণ পাবে না খুঁজে বাড়ির তল্লাটে
অথবা কুকুর হ'তে সাবধান নামক নোটিস
দেখবে না গেটে যদি আসো
হঠাৎ এখানে কোনোদিন। আসবাব-
পত্র জমকালো নয় মোটে, আছে শুধু
যা না থাকলেই নয়। তবু
আমার অত্যন্ত প্রিয় এই জীর্ণ বাড়ি। ভালো লাগে
এর সব ক'টি ঘর। একরত্তি উঠোনে যখন
শিশুরা উজ্জ্বল খেলে কিংবা
করে ছোটাছুটি
মিনিটে মিনিটে, ভালো লাগে,
বড়ো ভালো লাগে আর বাড়ির কোণের
সেই ছোটো ঘর,
যেখানে রয়েছে পাতা খাট, বইময় একটি টেবিল,
যেখানে ঘুমাই, পড়ি, লিখি,
প্রুফ দেখি ইত্যাদি, ইত্যাদি.
সেই ঘর ছেড়ে অন্য কোনো ঘরে—
হোক তা যতই চোখ-ধাঁধানো, আয়েশী—
কখনো করবো বনবাস, কিছুতেই
পারি না ভাবতে।

অথচ আমার
বাড়ির দখলীস্বত্ব হারিয়ে ফেলেছি।
সব ক'টি ঘর জুড়ে বসে আছে দেখি
বিষম অচেনা এক লোক—
পরনে পোশাক খাকি, হাতে কারবাইন।

না, আমি যাবো না

না, আমি যাবো না
অন্য কোনোখানে।

আমিও নিজেকে ভালোবাসি
আর দশজনের মতন। সকালের
টাটকা মাখন-রোদে জেগে ওঠা, প্রাতরাশ সেবে
তুমুল আড্ডায় মাতা, চেনা রাস্তা দিয়ে
হেঁটে যাওয়া, রাত্রি জেগে বই পড়া, আলাপ জমানো
বন্ধুদের সাথে
আমারও অত্যন্ত ভালো লাগে।

আমিও নিজেকে ভালোবাসি
আর দশজনের মতন। ঘাতকের
অস্ত্রের আঘাত
এড়িয়ে থাকতে চাই আমিও সর্বদা।
অথচ এখানে রাস্তাঘাটে
সবাইকে মনে হয় প্রচ্ছন্ন ঘাতক।
মনে হয়, যে কোনো নিশ্চুপ পথচারী
জামার তলায়
লুকিয়ে রেখেছে ছোরা, অথবা রিভলবার, যেন
চোরাগোপ্তা খুনে
পাকিয়েছে হাত সকলেই

জানি, গুপ্তচর
করছে অনুসরণ সারাক্ষণ। কখনো নিজেরই
ছায়া দেখে ভীষণ চমকে উঠি। রাজাকার, পুলিস, জওয়ান
যার খুশি তুলে নিয়ে যেতে পারে মধ্যরাতে অথবা দুপুরে,

আমার সামান্য মৃতদেহ
বুকে নিয়ে বুড়িগঙ্গা ব'য়ে যেতে পারে নিরবধি।

তবু আমি যাবো না কখনো
অন্য কোনোখানে। খুঁজবো না
নিশ্চিন্ত আশ্রয়
অন্য কোনো আকাশের নিচে।

এখন পড়ে না চোখে চেনা মুখ কোথাও তেমন
কোনোখানে। কখনো চমকে উঠি দেখে
কাউকে নির্জন বাসস্টপে। মনে হয়,
চিনি তাকে, সান্নিধ্যে গেলেই
ভাঙে ভুল, মাথা হেঁট ক'রে
পথ চলি পুনর্বার। বন্ধুরা অনেকে
দেশান্তরী, বস্তুত প্রত্যহ
হচ্ছে বাস্তুত্যাগী
সন্ত্রাসতাড়িত
হাজার হাজার লোক, এমন কি অসংখ্য কৃষক
আদি ভিটা জমিজমা ছেড়ে
খোঁজে ঠাঁই যেমন-তেমন ভিন্ দেশে।

তবু আমি যাবো না কখনো
অন্য কোনোখানে।
থাকবো তাদের সঙ্গে এখানেই, বাজেয়াপ্ত হয়েছে যাদের
দিনরাত্রি, যন্ত্রণায় বিদ্ধ হ'য়ে সকল সময় সারিবদ্ধ
মৃত্যুর প্রতীক্ষা করা যাদের নিয়তি।

আমারও সৈনিক ছিল

আমারও সৈনিক ছিল কিছু—
মাথায় লোহার টুপি, সবুজ ইউনিফর্ম পরা,
হাতে রাইফেল। শৈশবের বারান্দায় নিরিবিলি
কল টিপে দম
দিলেই চাকিতে ওরা কুচ-
কাওয়াজে উঠতো মেতে। কী নিরীহ ভঙ্গী,
মুখে হাসি আঁটা। থেমে যেতো
দম ফুরুলেই। আমি বড়ো
ভালোবাসতাম শৈশবের
সেই সৈন্যদের।
একদা হঠাৎ
আমার অনুজ
একটি সৈন্যের ঘাড় ভেঙে ফেলেছিলো ব'লে আমি
তার সঙ্গে তিন
আড়ি দিয়েছিলাম আজো তা মনে পড়ে।
আমার সুদূর শৈশবের
ক্ষুদে সৈনিকেরা আজ যেন তিন ডাইনীর মন্ত্রে
ভয়ানক দীর্ঘকায় হ'য়ে ট্রাকে জীপে
শহরে টহল দিচ্ছে। যখন তখন
তেড়ে আসে আমার দিকেই
উঁচিয়ে মেশিনগান আর আমি পালিয়ে বেড়াই
জাঁহাবাজ সৈন্যদের দৃষ্টি থেকে দূরে।
কী আশ্চর্য এখন ওদের প্রত্যেকের ঘাড়
গাছের ডালের মতো মটমট ভাঙতে পারলে
আমি ভারী আনন্দ পেতুম।

মধুস্মৃতি

দু'দশক পরেও স্ফটিক মনে পড়ে—
বৈশাখের খটখটে স্বেদাক্ত দুপুরে,
প্রথম কদম শিহরিত
আষাঢ়ের জলজ দিবসে
ব্রাউন পাখীর মতো অঘ্রাণের রেশমি বিকেলে
ক্যাণ্টিনে ঢুকেই বলতুম তৃষাতুর,
মধুদা চা দিন তাড়াতাড়ি,
গরম সিঙাড়া চাই, চাই স্বাদু শীতল সন্দেশ।

ক্লাস শেষ হ'লে, লাইব্রেরী ঘরে না বসলে মন
আপনার ক্যাণ্টিনে আশ্রয় খুঁজতুম
বিবর্ণ চেয়ারে
চায়ের তৃষ্ণায় নয় তত
যতটা আড্ডার লোভে আমরা ক'জন।
একে একে অনেকেই জুটতো সেখানে—
মদনরাজ্যের অনুগত প্রজা কেউ কেউ, কেউ বা নবীন
সামন্ত প্রতাপশালী। কেউ
ক্ষীণকায়, প্রায় রোগী, কবি,
কেউ বা বিপ্লবী নেতা, কেউ বৃত্তিভোগী
মসৃণ দালাল। আমাদের কারো কারো
মনে ছিল ব্যাপ্ত কার্ল মার্কস-এর মহিমা।
টেবিলে টেবিলে কত তর্কের তুফান
যেতো ব'য়ে, আপনি সামলাতেন শেড।

কাউণ্টারে ব'সে হাসতেন মৃদু, নাড়তেন মাথা
মাঝে-মধ্যে। এক কোণে চেয়ারে এলিয়ে
কখনো আওড়াতুম ডানের তির্যক পংক্তি, সদ্যপড়া, আর

হ্যামলেটী স্বগত ভাষণে
উঠতুম মেতে লরেন্স অলিভিয়ারের মতোই।
নিজের কবিতা
দিতুম ব্যাকুল ঢেলে বন্ধুর শ্রুতিতে কখনো-বা। অন্য কোণে
বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ অথবা বাঙালী মানসের বিবর্তন
উঠতো ঝলমলিয়ে দিব্যি তার্কিকের
জাগর মনস্বিতায়। কখনো আবার
সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা ইত্যাদি শব্দের
কোলাহলে প্রবল উঠতো কেঁপে শেড।
কখনো বা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে, গণ-আন্দোলনে
থরো থরো শহুরে রাস্তায়
কী আশ্চর্য, যেতো উড়ে আপনার অলৌকিক মধুর ক্যান্টিন।

আপনাকে মনে হতো বৃক্ষের মতন,
উদার নিরুপদ্রব ডালে যার কাটায় সময়
নানান পাখির ঝাঁক, তারপর সহসা উধাও
কত যে বিচিত্র দিকে, ফেরে না কখনো।

আমতলা এখনো হৃদয়ে
সবুজ দাঁড়িয়ে আছে এখনো রোদ্দুরলিপ্ত পাতা
শিহরিত হয়, প্রতিবাদী সভা, উত্তোলিত হাত,
প্রখর পোস্টার
চকিতে ঝলসে ওঠে এখনো হৃদয়ে। এখনো তো
আমতলা, মোহন টিনের শেড, ক্লাসরুম আর
নিঝুম পুকুর পাড়ে জ্বলে
দামী পাথরের মতো আপনার চক্ষুদ্বয়।

আপনি ছিলেন প্রিয়জন আমাদের
বড়ো অন্তরঙ্গ নানা ঘটনায়

উৎসব এবং দুর্বিপাকে। বুঝি তাই
আপনার রক্তে ওরা মিটিয়েছে তৃষ্ণা।

আমাদের প্রিয় যা কিছু সবি তো ওরা
হত্যা করে একে একে। শহীদ মিনার
অপবিত্র করে, ভাঙে মর্টারের ঘায়ে,
ফারুকের সমাধিস্থ লাশ খুঁড়ে তোলে
দারুণ আক্রোশে
ছুঁড়ে ফেলে দেয় দূরে, কে জানে কোথায়।
বটতলা করে ছারখার।
আমাদের প্রিয় যা কিছু সবি তো ওরা
হত্যা করে একে একে।

আপনার নীল লুঙ্গি মিশেছে আকাশে,
মেঘে ভাসমান কাউন্টার। বেলা যায়, বেলা যায়
ত্রিকালজ্ঞ পাখি ওড়ে, কখনো স্মৃতির খড়কুটো
ব্যাকুল জমায়। আপনার স্বাধীন সহিষ্ণু মুখ –
হায়, আমরা তো বন্দী আজো –মেঘের কুসুম থেকে
জেগে ওঠে, ক্যাশবাক্স রঙিন বেলুন হয়ে ওড়ে।

বিশ্বাস করুন,
ভার্সিটি পাড়ায় গিয়ে আজো মধুদা মধুদা ব'লে খুব
ঘনিষ্ঠ ডাকতে সাধ হয়।